যেভাবে একটি গানের জন্ম হয়েছিল

অমল আকাশ

'ফুলবাড়ী আন্দোলন, আমিন-তরিকুল-সালেকীনের আত্মদান সেদিন শুধু ফুলবাড়ীর একজন শিল্পীকেই 'আগুনঝরা স্বপন' গড়তে তাড়িত করেনি, সে ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল আমাদের বুকেও। আর সেই তাড়না থেকেই জন্ম নিয়েছিল সমগীতের 'ফুলবাড়ী' গানটিও।' সেই বিষয়েই বিস্তারিত..

ফুলবাড়ী। ২৬ আগস্ট শনিবার ২০০৬। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বানে এশিয়া এনার্জির অফিস ঘেরাও হবে আজ। আর তার আয়োজনেরই অংশ হিসেবে সকাল থেকে প্রচার ট্রাকে ঘুরে ঘুরে, ফুলবাড়ীর বিভিন্ন এলাকার মোড়ে মোড়ে গান গাইছিলাম আমরা। গানের দলের প্রচারণার কাজ চলছিল বেশ কয়েক দিন ধরেই। তবে আজ অনেকেই একসাথে এক ট্রাকে। সমগীত, বিবর্তনের শিল্পীরা, এনামুল ভাই ছাড়াও ছিলেন স্থানীয় শিল্পীরা। তাঁরা গাইছিলেন খাদেমুল ইসলামের গান। আন্দোলনের কর্মী, স্থানীয় কৃষক খাদেমুল, যিনি ইতিমধ্যেই বিগত ১৮ মাসের আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় লিখে ফেলেছেন বেশ কিছু গান। সে গানগুলো তিনি ফুলবাড়ী আন্দোলনের বিভিন্ন সমাবেশে গাইতেন।

ফুলবাড়ীর পথে পথে গান গাইতে গাইতে আমরা দুপুর নাগাদ ঢাকা মোড়ে এসে থামলাম। ট্রাক থামল বটে, গান থামল না :

'কয়লা নিয়ে পালাচ্ছে কে ধর,
ধর ধর ধর ধর।'

সেদিন ট্রাকে বসেই সবাই মিলে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাঁওতাল বিদ্রোহের গান 'হুর তাং তাং'-এর প্যারোডি বানানো হলো :

'ঘিরা এবার ঘিরা এশিয়া এনার্জি ঘিরা
ঘিরা এবার ঘিরা দালালদেরো ঘিরা
যে যেখানে দাঁড়ায়ে, কণ্ঠ তোলো ছাড়ায়ে।'

এখানে এই ঢাকা মোড়ে দুপুর ২টার মধ্যে সকল আন্দোলনকর্মী জড়ো হয়ে একসাথে এশিয়া এনার্জির অফিস ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা খবর পাচ্ছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় গ্রামবাসীদের সমাবেশে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ এবং এশিয়া এনার্জির দালালরা উঠেপড়ে লেগেছে আজকের কর্মসূচি বানচাল করার জন্য। আমিও কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম তখন পর্যন্ত অপর্যাপ্ত জমায়েত দেখে। ভাবছিলাম, এমন জমায়েত নিয়ে কী করে ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচি সফল করা যাবে! কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ধারণা ভাঙতে ভাঙতে ৭০-৮০ হাজার মানুষের পায়ের ধুলার তলে ভিরমি খেতে খেতে একেবারে বিলীন হয়ে গেল। চক শাহবাজ, হামিদপুর, লক্ষ্মীপুর, লালপুর, খানপুরসহ বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের স্রোত শুধু আসছে আর আসছে। এত মানুষের ঢল জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে আমি কোনো দিন দেখিনি। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে পতাকা, আর সাঁওতালরা তো নাকাড়া আর তীর-ধনুক নিয়ে হাজির। এমন দৃশ্যে মধ্যবিত্ত শিল্পী আমি তো প্রস্তুত নই! আর এখানে গ্রামবাসী রীতিমতো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে! বুঝলাম এ আন্দোলন তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন, এ আন্দোলন তাদের শত শত বছরের মা-নানির, বাপ-দাদার ভিটেমাটি রক্ষার প্রশ্ন। ফলে তাদের তো প্রস্তুতি নিয়েই আসার কথা, একটা মরণপণ লড়াইয়ের।

কিন্তু ছোট যমুনার ব্রিজের গোড়ায় জনস্রোতটাকে আটকে দিল পুলিশ-বিডিআর। যমুনা নদীর এই ৪৯তম শাখা, প্রায় শুকিয়ে আসা নদীটির ঐ পারে এশিয়া এনার্জির অফিস। আর ব্রিজের পুরোটাই দখল করে আছে বিডিআর। ব্রিজের কাছাকাছি এসে জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব আনু মুহাম্মদ জনতার উদ্দেশে বক্তব্য দিতে একটা গাড়ির ওপর উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখন বললেন, 'আজকে রাতের মধ্যে, আজকে সন্ধ্যার মধ্যে, আজকে বিকেলের মধ্যে এশিয়া এনার্জিকে ফুলবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে', শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, জনতার উত্তাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আনু ভাই যেন তার উত্তাপ টের পাচ্ছিলেন, তাই তাঁর বক্তব্যে এশিয়া এনার্জির প্রতি আলটিমেটাম 'রাত' থেকে ক্রমান্বয়ে 'বিকেলের মধ্যে' নেমে আসে। হ্যাঁ, ফুলবাড়ীবাসীর দাবি তো এমনটাই ছিল, ২৬ আগস্টই হবে ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জির শেষ দিন। জনতা সেই প্রস্তুতি নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল দলেবলে। বল তাদের যথেষ্ট ছিল। তারা সেদিন চাইলে একধাক্কায় বিডিআরসুদ্ধ এশিয়া এনার্জির অফিস ঘুরিয়ে দিতে পারত। তবু তারা শৃঙ্খলা বজায় রেখে, জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে আস্থা রেখে ধৈর্য ধরেছিল। তবু তো গুলি চলল! শুকিয়ে আসা নদীটা পার হয়ে গ্রামবাসীদের একটা অংশ সেদিন যার যার ঘরে ফিরছিল। তবু তো গুলি চলল বুক বরাবর নিশানা তাক করে!

চক শাহবাজ, হামিদপুর, লক্ষ্মীপুর, লালপুর, খানপুরসহ বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের স্রোত শুধু আসছে আর আসছে। এত মানুষের ঢল জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে আমি কোনো দিন দেখিনি। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে পতাকা, আর সাঁওতালরা তো নাকাড়া আর তীর-ধনুক নিয়ে হাজির। এমন দৃশ্যে মধ্যবিত্ত শিল্পী আমি তো প্রস্তুত নই! আর এখানে গ্রামবাসী রীতিমতো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে!

আমি, ফারুক ওয়াসিফ, বিপুল আর সাজু তখন ব্রিজের তলায় জাঈদ আজিজের সাথে। জাঈদ ভাই ফুলবাড়ী নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করছেন। তারই অংশ হিসেবে জাঈদ ভাই ব্রিজের তলা থেকে ফাঁকফোকর দিয়ে লুকিয়ে বিডিআরের চলাফেরা ক্যামেরায় ধারণ করছেন। তখনই প্রথম গুলির আওয়াজটা শুনতে পেলাম আমরা। ঠিক আমাদের মাথার ওপর থেকে। বুঝলাম, বিডিআর গুলি ছুড়েছে। তবে বুঝলাম না কেন গুলি ছুড়ছে! আমরা হতবিহ্বল! আমরা কোথায় যাব? আমাদের মাথার ওপরে ব্রিজে বিডিআর। গুলি চলেছে ঠা-ঠা-ঠা-ঠা। নদীর ওপারে গ্রামবাসীদের মধ্যে একজনকে দেখলাম গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। জাঈদ ভাই নদীর পারের ঝোপঝাড় ঘেঁষে ছুট লাগালেন। সাথে সাথে আমরাও। পেছনে গুলির শব্দ চলছে ঠা-ঠা-ঠা-ঠা। ছুটতে ছুটতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম, গুলি আমাদের দিকেও ছুটে আসতে পারে। কারণ আমরা ব্রিজের নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছি, এখন আমাদেরও বিডিআর দেখতে পাচ্ছে এবং জাঈদ ভাই ক্যামেরাসহ ছুটছেন। যা হোক, গুলি আমাদের দিকে এলো না, গুলি ছুটে গেল আমিন, তরিকুল, সালেকীনের বুকে। আমরা চিনতে না পারলেও রাষ্ট্রীয় বুলেট ঠিকই চিনে নেয় প্রকৃত বীর, লড়াকু সৈনিকের সিনা!

ব্রিজ থেকে অনেকটা সরে এসে জাঈদ ভাই, ফারুক আর বিপুল ছুটে গেল নদী পার হয়ে গুলিবিদ্ধদের প্রামাণ্য দৃশ্য ধারণ করতে। আমি আর সাজু যেতে পারলাম না। কারণ সাজুর পায়ের রগে টান লেগেছে। সে আর একটা স্টেপও ফেলতে পারছে না। আমরা একটা বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। অন্ধকার হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা বের হলাম না। কারণ পথঘাটজুড়ে তখন পুলিশ-বিডিআরের তাণ্ডব চলছে। যাকে যেখানে পাচ্ছে লাঠিপেটা করছে। ঢাকা থেকে আসা গানের দলের অন্য সদস্যরা কে কোথায়, সমগীতের বিশ্বজিৎ সোহাগ, লিসা কী অবস্থায় আছে কিছুই জানি না। যে বাড়িতে লুকিয়ে ছিলাম তার বাইরে পাড়ার গলির রাস্তায়ও পুলিশের হুইসেল আর লোকজনের ত্রস্ত ছোটাছুটির শব্দ পাচ্ছিলাম। এ অভিজ্ঞতা এখানে বর্ণনা করছি এই কারণে যে মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি আমি, কিন্তু ফুলবাড়ীর ২০০৬-এর ২৬ আগস্ট আমাকে যেন এক যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

আর মধ্যরাতের ট্রেন ধরার জন্য ঢাকা থেকে আসা জাতীয় কমিটির নেতাকর্মীরা যখন অন্ধকারে ধানক্ষেতের আল ধরে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে রেলস্টেশনে ফিরে আসছিলাম, টের পাচ্ছিলাম, সামনের দিনগুলো কী ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে ফুলবাড়ী!

অথচ এর পরের পুরো সপ্তাহ আমাদের মধ্যবিত্তীয় ভয়-শঙ্কার হিসাব-নিকাশকে পাত্তা না দিয়ে ফুলবাড়ীবাসী ফেটে পড়ল দ্বিগুণ বিদ্রোহে। তারা দেখিয়ে দিয়েছিল কী করে মরণপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ ফুলবাড়ী আন্দোলনকে করে তুলেছিল দ্বিগুণ শক্তিশালী। সাত দিনের লাগাতার আন্দোলনের কোনো এক সমাবেশে একজন নারী নেত্রী বলেছিলেন, 'আমরা আর ঘরে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকব না।' জাঈদ ভাইয়ের ইন্টারভিউতে আরেক দাপুটে নারী বলেছিলেন ফুলবাড়ী আন্দোলন তাঁকে দিনে দিনে কিভাবে প্রচণ্ড সাহসী করে তুলেছে। শুধু কি নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোররাও নেমে এসেছিল পথে পথে স্লোগান দিতে দিতে। এভাবেই একটা জনপদের সকল মানুষ–হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ, বিএনপি-আওয়ামী লীগ, আদিবাসী-বাঙালি নির্বিশেষে একটা সংস্কৃতির সমুদ্রে এসে মিলিত হতে পেরেছিল। সেই সংস্কৃতি প্রতিরোধের সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি আপন ভূমি, আপন স্বদেশ রক্ষার সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি সন্তানের রক্তের সাথে বেঈমানি না করার সংস্কৃতি। আর সেই সংস্কৃতির বন্ধন যত দৃঢ় হবে, ফুলবাড়ী শিখিয়েছে শত্রুশিবিরের আক্রমণ ততটাই সাহসের সাথে প্রতিহত করা যাবে। ১৮ মাস ধরে ভেতরে ভেতরে একটা বড় লড়াই চলেছে এশিয়া এনার্জির দালালদের বিরুদ্ধেও। তবু কোনো প্রতারণা, প্রলোভন ফুলবাড়ীর জনগণকে লড়াইয়ের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি; বরং প্রলোভনের সংস্কৃতি বারবার পরাস্ত হয়েছে ফুলবাড়ীবাসীর আপন সংস্কৃতির কাছে। ফুলবাড়ীর একজন কৃষককে তাই পটাতে আসা দালালদের মুখের ওপর বলতে শুনি :
'ফ্যানের হাওয়াও খাব না, মডেল টাউনেও যাব না।'

শুধু তা-ই নয়, সাত দিনের লাগাতার আন্দোলনের সময় তারা যেমন সড়কপথ, রেলপথ বন্ধ করে দেয়, তেমনি একের পর এক ঘুরিয়ে দেয় এশিয়া এনার্জির দালালদের বাড়িঘর, মডেল টাউন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্থানীয় কৃষক আন্দোলনকর্মী খাদেমুল ইসলামের গানের কথা :

শুধু মডেল টাউন কেন, এমনকি খোদ এশিয়া এনার্জির অফিসও তারা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। লোভের ফাঁদের মতো ঐ সকল রাতারাতি গজিয়ে ওঠা ক্লাবঘরের টেলিভিশন, টেবিল, চেয়ার আগুন লাগিয়ে পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল। এখানে আন্দোলনকর্মী আর গানের স্রষ্টা আলাদা কোনো সত্ত্বা নয়।

'এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ী ছেড়ে কবে তুই যাবি
ফুলবাড়ীর মানুষ সরল
ভিতর তাদের কঠিন গরল
না সরিলে ভেঙে দিবে তোদের হাড্ডি
তোর দালালদের হাড্ডি।...'

কিংবা তার আরেক গানে :

'...ধর ধর ধইরা ওদের বস্তা বোঝাই কর
টাকার লোভে যারা ভাইরে করে দালালি
সারা দিনে তাদের মুখে লাগাও চুনকালি।...'

এ গানগুলো লেখা হয়েছে ২৬ আগস্টের আগেই। টের পাওয়া যায় ঘরে ঘরে দালালরা কিভাবে লোভের সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিল। এবং ফুলবাড়ীতে অবশ্যই ব্যর্থ হয়েছিল। আর ২৬ আগস্ট থেকে দেখলাম ফুলবাড়ীবাসী যে গান কণ্ঠে গাইত আন্দোলনেও তারই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। শুধু মডেল টাউন কেন, এমনকি খোদ এশিয়া এনার্জির অফিসও তারা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। লোভের ফাঁদের মতো ঐ সকল রাতারাতি গজিয়ে ওঠা ক্লাবঘরের টেলিভিশন, টেবিল, চেয়ার আগুন লাগিয়ে পুড়ে ছাই করে দিয়েছিল। এখানে আন্দোলনকর্মী আর গানের স্রষ্টা আলাদা কোনো সত্ত্বা নয়।

ফলে আন্দোলনের কর্মসূচিই তাদের গানের বিষয়বস্তু, গানের বিষয়বস্তুই তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য। রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এমন মেলবন্ধন বহুদিন ঘটতে দেখছি না বাংলাদেশে। এবং একটা চিরায়ত সত্য ফুলবাড়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমার কাছে আবার প্রমাণিত হয় নতুন করে–আন্দোলনের গান আসলে ঘরে বসে লেখা সম্ভব নয়, গবেষণাগারে তা পয়দা হয় না; আন্দোলনের প্রকৃত গান আসলে জন্ম নেয় লড়াইয়ের ময়দান থেকেই। আর সে লড়াইয়ের রাস্তা একজন শিল্পীকে যেমন করে তোলে লড়াকু, তেমনি ভবিষ্যতের স্বপ্নদ্রষ্টাও বটে–

'...ছোট যমুনার রক্তস্রোতে
দেশের মানুষ জাগে শপথে
আগুনঝরা স্বপন গড়ি
আমার ঘর– আমার বাড়ি
ফুলবাড়ী, ফুলবাড়ী'
(কথা : ময়েন চিস্তি। সুর : দুলাল বসাক)

সত্যই ফুলবাড়ী আন্দোলন, আমিন-তরিকুল-সালেকীনের আত্মদান সেদিন শুধু ফুলবাড়ীর একজন শিল্পীকেই 'আগুনঝরা স্বপন' গড়তে তাড়িত করেনি, সে ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল আমাদের বুকেও। আর সেই তাড়না থেকেই জন্ম নিয়েছিল সমগীতের 'ফুলবাড়ী' গানটিও।

'...আমিন তোদের জানের কসম
ফুলবাড়ী তোর মানের কসম
তোর সবুজ দেহ কয়লা হতে দেব না...।'

এই প্রতিজ্ঞাধ্বনি তো আসলে চোখের সামনে ঘটমান সেই দৃশ্যেরই প্রতিধ্বনি, যখন ফুলবাড়ীর একজন পিতা গুলিবিদ্ধ সন্তানের লাশ বুকে তুলে নিতে নিতে বিডিআরের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছিলেন, 'গুলি ছুড়বে! ওরা কত বুলেট ছুড়বে...!' বাক্য শেষ হয় না, আমরা ঠিক বুঝতে পারি, তিনি সন্তানের শরীর স্পর্শ করে কসম খাচ্ছেন, ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনি হতে দেবেন না। আপন মাতৃভূমি উজাড় হতে দেবেন না।

এই গানের তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে ফুলবাড়ীর বীর শহীদদের প্রতি শোকগাথা, দ্বিতীয় পর্বে শপথ গ্রহণ এবং তৃতীয় পর্বে বর্তমান লড়াকুদের নতুন প্রত্যয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার ঘোষণা। তৃতীয় পর্বে গানের স্কেল, সুর ও তালের পরিবর্তন ঘটে। হ্যাঁ, গানের এই পর্বে প্রথম প্যারাটি ভারতের কয়লাখনি বিরোধী আন্দোলনের ওপর নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'হুল'-এ ব্যবহৃত গান 'গাঁও ছোরব্ নেহি'র প্রথম প্যারার প্রেরণানুবাদ। এমনকি ঐ প্যারাটির সুরও একই রকম রাখা হয়েছে সমগীতের গানেও। কেন? কারণ দুনিয়ার দেশে দেশে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে জাতীয় সম্পদ রক্ষার লড়াই আর আমাদের ফুলবাড়ী এশিয়া এনার্জির বিরুদ্ধে ভিটেমাটি রক্ষার লড়াই আজ একই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের সুরে বাঁধা। তেমনি সাংস্কৃতিক লড়াইয়েও নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক এই মেলবন্ধন ঘটানো প্রয়োজন। 'ফুলবাড়ী' গানটি জন্ম নেওয়ার প্রক্রিয়ায় সেই আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছিল। ব্যক্ত হয়েছিল ইতিহাসের নায়কদের নতুন যুগে নতুন রূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ফুলবাড়ী, যেখানে সাঁওতাল বিদ্রোহ তথা ভারতবর্ষের প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ের নায়ক সিধু মাঝি, কানু মাঝি পুনর্জন্ম নিয়েছিল আমিন, তরিকুল, সালেকীন হয়ে। যাদের রক্তবীজে বাংলায় দেশপ্রেমিক তারুণ্যের বুকে জন্ম নেবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বদেশ রক্ষার লড়াইয়ের রক্তজবা ফুল–ফুলবাড়ী।

'তরিকুলের রক্তবীজে কালো মেয়ের বুকে
জ্বলছে দেখো হাজারো ফুল রক্তজবা লালে
ফুলবাড়ী, ও ফুলবাড়ী
আমিন, তোমার চোখের মণি ফুলবাড়ীর মাটি
জন্ম দিল বীর সালেকীন বীর মায়ের কোলে

কসম কালো মাটি মাগো, কসম তোর দুধের
কসম মিঠা জল হাওয়া, কসম এই রোদের
ধানি জমি তোর ধানের কসম
বন পাখি তোর গানের কসম
আমিন, তোদের জানের কসম
ফুলবাড়ী, তোর মানের কসম
তোর সবুজ দেহ কয়লা হতে দেব না

এই ভিটা ছাড়ব না, এই মাটি ছাড়ব না
ছাড়তে বলো ছেড়ে দেব তাগড়া জানের মায়া
এই লাঙল ছাড়ব না, এই কাস্তে ছাড়ব না
ছাড়ব নাতো সিনায় সিনায় ধানি জমির মায়া
ও সিধু মাঝি রে, ও কানু মাঝি রে
তোর ভাইয়েরা নতুন দিনের বাজায় শিঙ্গা রে
আমিন তরিকুল সালেকীন বাজায় শিঙ্গা রে

এই বাহা ছাড়ব না, এই মাদল ছাড়ব না
ছাড়ব না মহুয়ার বনে জোছনা রাতের মায়া
তোর দালান চাইছি না, তোর টাকা চাইছি না
তোর মিঠা কথায় মন ভোলাতে আমরা তো রাজি না
তোর লুটপাটের ঐ চুক্তিখানা আমরা তো মানব না
ও সিধু মাঝি রে, ও কানু মাঝি রে
তোর ভাইয়েরা নতুন দিনের বাজায় শিঙ্গা রে
আমিন তরিকুল সালেকীন বাজায় শিঙ্গা রে
ফুলবাড়ী, ও ফুলবাড়ী ! ফুলবাড়ী, ও ফুলবাড়ী
(ফুলবাড়ী আন্দোলনে সমগীতের গান। কথা : অমল আকাশ)

অমল আকাশ: শিল্পী ও লেখক। সমগীতের সংগঠক
ইমেইল: amalsamageet@gmail.com